দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

স্কুলের ১০ লাখ টাকা আত্মসাত এনজিও পরিচালক গ্রেফতার

■ সিংড়া (নাটোর) সংবাদদাতা

সিংড়ায় এনজিও পরিচালিত স্কুলের ১০ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগে খন্দকার আল আমিন নামে এক পরিচালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে পৌর শহরের পাড়াজয়নগর মহল্লার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আল আমিন রেনেসাঁ সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর শিক্ষা কর্মসূচি প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন। আল আমিন সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার চুয়াখালি গ্রামের খন্দকার লোকমান হোসেনের ছেলে।

সিংড়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবু তাহের জানান, আসামি খন্দকার আল আমিনের বিরুদ্ধে প্রতারণা মামলা দায়ের হয়েছে। পরে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পৌর শহরের পাড়া জয়নগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে খন্দকার আল আমিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মামলা সূত্র জানা যায়, সমবায় অধিদপ্তর নিবন্ধিত রেনেসাঁ সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের শিক্ষা কর্মসূচি প্রকল্পের পরিচালক খন্দকার আল আমিন সংস্থাটির ৩৪টি স্কুল পরিচালনা করে আসছিল। কিন্তু বিভিন্ন সময় স্কুল পরিচালনার নামে সংস্থাটির প্রকল্প থেকে ১০ লাখ ৩৭ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে আল আমিনের বিরুদ্ধে নাটোর আদালতে মামলা দায়ের করেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মিন্টু। এর আগে স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মীমাংসার জন্য উপজেলা চেয়ারম্যান বরাবর অভিযোগ দায়ের করা হলে সালিশী বৈঠকে গ্রেফতারকৃত আসামি আল আমিন টাকা আত্মসাতের কথা স্বীকার করে।

পরে ওই বৈঠকেই গত ২৩ জুনের মধ্যে টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার করেন। এ অবস্থায় আল আমিন আত্মসাতের আংশিক ৮৭ হাজার টাকা সমমূল্যের অগ্রণী ব্যাংকের একটি চেক সংস্থার চেয়ারম্যানকে প্রদান করেন। পরে বাদি উক্ত চেকটি ব্যাংকে জমা দিলে পর্যাপ্ত তহবিল না থাকায় তা ডিজঅনার হয়। পরে আদালতের নির্দেশে শুক্রবার সিংড়া থানা মামলাটি আমলে এনে তাকে আটক করে জেলহাজতে প্রেরণ করে।

উল্লেখ্য ইতোপূর্বে খন্দকার আল আমিন সিংড়া ব্যাংক থেকেও বেশ কিছু টাকা আত্মসাৎ করেছে রলে জানা গেছে।

রেনেসাঁ সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মিন্টু জানান, আসামি আল আমিন আমার সাথে প্রতারণা করে প্রকল্প থেকে অনেক টাকা আত্মসাৎ করেছে। উল্টো আমাকেই হুমকি-ধমকি দিয়ে আসছিল।

সিংড়া থানার ওসি নাসির উদ্দিন মণ্ডল জানান, আসামির বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের মামলা ছাড়াও থানায় তার বিরুদ্ধে আরো দুইটি সাধারণ ডায়েরি লিপিবদ্ধ রয়েছে।